OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 43 - 52
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব

ড. রাকা মাইতি
Email ID : rakamaitikabi@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Chaityna renaissance, New consciousness, Religion of love, Harinama, Vaishnavism.

Abstract
The 16th century is an important period in the history of Bengali literature. Sri Chaitanya dev emerged during this time span. This emergence marked an epoch-making change in the social life and literature of Bengal. This change can be called as the Chaitanya Renaissance. In fact, before the advent of Chaitanya dev, the social and religious life of Bengal was turbulent, distrustful and anarchic. The daily life of the common people was a struggle for survival and was marked with fear since there were many obstacles like the oppression of Muslim rulers, the dominance of the upper caste in Hindu society, the forced conversion of weak Hindus to Islam so on and so forth. Humanism was abused and suppressed at every step. When religious belief, societal norms, culture, and politics were under a shadow of darkness, Sri Chaitanya dev, the worshiper of humanism and propagator of the religion of love, redirected them to light. Vaishnavism which was introduced by him, the new consciousness heralding the religion of love, led Bengal from darkness to the path of light in every way. God became one's own, and the loved ones became the closest people. The entire Bengali society became strong through self-mastery. It can be said that through the chanting of the Harinama, the entire community, regardless of race, religion, or caste, became united.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিস্তীর্ণ সময় প্রবাহে ষোড়শ শতাব্দী এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। কারণ, এই সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই আবির্ভাব বাংলার সমাজজীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনকে সূচিত করেছিল। এই পরিবর্তনকেই বলা যেতে পারে 'চৈতন্য-রেনেসাঁস'।

বস্তুতপক্ষে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন ছিল অশান্তিপূর্ণ, অনাস্থাপূর্ণ ও অরাজকতাপূর্ণ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-নির্বাহ ছিল ভয়মিশ্রিত কোনো রকমে বেঁচে থাকা। কারণ তখন ছিল মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা, জোরপূর্বক দুর্বল হিন্দুদেরকে ইসলাম ধর্মান্তরিত করা ইত্যাদি বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা। মনুষ্যত্ব তথা মানবতাবাদ প্রতি মুহূর্তে সেই সময়ে অপমানিত ও অবদমিত হয়েছিল। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি যখন গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ, তখনই আলোর দিশা নিয়ে এলেন মানবতাবাদ তথা প্রেমধর্মের পূজারী শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম মিশ্রিত নবচেতনার বৈষ্ণব ধর্ম-ই বাংলাদেশকে সর্বাত্মকরূপে অন্ধকার থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলোর পথে পরিচালিত করল। ঈশ্বর মানুষের আপনজন, প্রিয়জন, কাছের মানুষ হয়ে উঠল। সমগ্র বাঙালী সমাজ নিজের আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে উঠল। বলা যেতে পারে, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল।

সুতরাং বলা যায়, সমগ্র বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব যেমন যুগান্তকারী পরিবর্তনকে সূচিত করেছিল, তেমনি বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম ছিল না। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, বিবিধ কাব্য সাহিত্য প্রভৃতিতে মানব-মহিমার জয়গান দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীকে আমরা 'সুবর্ণ যুগ' বলতে পারি, আবার 'চৈতন্য যুগ'-ও বলতে পারি। কারণ এই সময়েই গৌড়েশ্বর বিধর্মী হুসেন শাহও ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। ফলে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্মের জোয়ারে উজ্জীবিত মানুষকে তিনি কোনরূপেই ক্ষমতা তথা অহংকারের প্রভাব প্রয়োগ করে সেইসব মানুষের ওপর বাধা প্রয়োগ করেননি। এইভাবে যেমন সমাজে, ধর্মে, রাজনীতিতে নব প্রগতির উদ্ভাবন ঘটেছিল, তেমনি বাংলা সাহিত্যের সবকটি শাখায় মানবের মাহাত্ম্য, মানবতাবাদ উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন - চৈতন্যপূর্ব যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বৈধী ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-উত্তর যুগের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হল রাগানুগা ভক্তি, এল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাব। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হল জীবনীকাব্য, উদ্বোধিত হল বাংলা জীবনী সাহিত্যের শুভ সূচনা। এই সঙ্গে অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনীকাব্য রচনার প্রবণতাও সূচিত হল। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্যগুলিতে চৈতন্যপ্রভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। সেটি হল - মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের নির্দয় রূপটি বহুক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে সহনশীল মানসিকতা লক্ষণীয়। যেমন চাঁদ সদাগরের চরিত্রে চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যউত্তর যুগের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় বৈষ্ণব পদাবলী এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য শাখা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে তিনটি পর্ব বিভাজন বিষয়বস্তু, চরিত্র, সর্বোপরি পদকর্তাদের জীবনবোধ ও অধ্যাত্মবোধের মানদণ্ডের নিরিখে করা যেতে পারে। যথা - চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী। এই সূত্রেই আমার আলোচ্য বিষয় হল চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের চরিত্র-চিত্রণ। যেখানে চৈতন্যপূর্ব যুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে উপস্থিত আছে রাধা, কৃষ্ণ, সখীবর্গ, বড়াই, জটিলা প্রমুখ চরিত্রবর্গ (যেমন - বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ), সেখানে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা, কৃষ্ণ, বিবিধ গৌণ চরিত্র ছাড়াও নির্মিত হল গৌরাঙ্গলীলায় অংশগ্রহণকারী চৈতন্যদেবসহ বিবিধ প্রধান-অপ্রধান চরিত্রবর্গ। ফলে চৈতন্যদেবের চরিত্রের লৌকিক ভাব ও অলৌকিক ভাব দুইয়ের সান্নিধ্যের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সর্বাত্মকরূপে এক নব যুগ সৃষ্টি হল। এই নব যুগ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়-সম্ভারে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল - ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-সমসাময়িক কবিবৃন্দের পদসমূহে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র-চিত্রণ।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরিকরবর্গের মধ্যে অন্যতম প্রধান পরিকর তথা সহচর ছিলেন নরহরি সরকার। এঁর অবির্ভাবকাল সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন—

> "গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন- 'আমরা গুরুপরম্পরা শুনিয়া আসিতেছি যে ঠাকুর নরহরি শ্রী মন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে ৪/৫ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েন।'"[১]

তিনি শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে চার-পাঁচ বছর বরিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া চৈতন্যদেবের প্রিয় সুহৃদ গদাধর তাঁর মিত্র ছিলেন। নরহরির পিতার নাম নরনারায়ণ, মাতার নাম গৌরী দেবী। এছাড়া নরহরির সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল - তিনি শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন, এ সম্পর্কে ড. সত্যবতী গিরি লিখেছেন—

> "বৈষ্ণবদের মধ্যে সুপরিচিত এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় গোপালমন্ত্রের পরিবর্তে গৌরমন্ত্রে শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন। চৈতন্যের নাগরভাব- বৈশিষ্ট্য এঁদেরই সৃষ্টি।"[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নরহরি পদ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম চৈতন্যলীলা অবলম্বনে বাংলায় পদ লিখেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

পদকর্তা নরহরি সরকার গৌরাঙ্গের ভাবজীবনের মাধুর্য নিয়েই অধিকাংশ পদ লিখেছেন। এইসব পদে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় বিদ্যমান। ফলে তাঁর রচিত পদগুলিতে মহাপ্রভুর চরিত্রের সুন্দর রূপ পরিস্ফুট। তাঁর রচিত মহাপ্রভু রাধাভাব ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমের পরিস্ফূরণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে মহাপ্রভু কখনো খণ্ডিতা, কখনো কলহান্তরিতা, কখনো বিরহী, কখনো আক্ষেপানুরাগ প্রমুখ বিবিধ রূপে রূপায়িত হয়েছেন। যেমন - নিম্নোক্ত পদটিতে চৈতন্যদেবের খণ্ডিতা নায়িকার রূপ বিদ্যমান—

"প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে।।"[৩]

এই সঙ্গে পদটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে বলেছেন যে তাঁর প্রেমের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ কর্তৃক প্রতারণার বৃত্তান্ত। এক্ষেত্রে মহাপ্রভু এটি ব্যক্ত করতে গিয়ে অভিমানে ভেঙে পড়েছেন। এখানেই মহাপ্রভু খণ্ডিতা রাধার ভাবে ভাবিত হয়েছেন।

অন্যদিকে নরহরির অঙ্কিত খণ্ডিতা গৌরাঙ্গ প্রতারক কৃষ্ণের শঠতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। কখনো মহাপ্রভু দিব্যপ্রেমভাবে নিজেকে কৃষ্ণ মনে করে রাধাকে মনন করেছেন—

"গৌরাঙ্গ বৈকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে।।
সুরধুনি দেখি নন্দ যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে।।
পুরুষ আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে।।"[৪]

শুধু তাই নয়, মহাপ্রভু প্রিয়বন্ধু গদাধর পণ্ডিতকে রাধারূপে ভেবেছেন—

"রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে।
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখ পানে চাহে।।"[৫]

কৃষ্ণপ্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমিক চৈতন্যদেব গোপীভাবকেও পরিগ্রহণ করেছেন—

"দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ।।
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
কহে পঁহু করিয়া আক্ষেপে।।"[৬]

এখানে যেন মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের রাধার মতোই গোপীভাব গ্রহণ করে নিদারুণ অভিমান প্রকাশ করে বলেছেন যে একদা প্রেমিক তাঁর জন্য চাঁদ আনবে উদ্যত ছিল, এখন সেই প্রেমিক নিজে-ই দুর্লভ হয়েছেন। এইভাবে চৈতন্যদেব প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্বরাগ ('গৌর সুন্দর মোর'[৭]), আক্ষেপানুরাগ ('আরে মোর গৌর কিশোর'[৮]), বিরহ ('গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়'[৯]) প্রভৃতি বিবিধ স্তর অতিক্রম করেছেন। বিশেষ করে 'বিরহ' পর্যায়ে মহাপ্রভুর দিব্যউন্মাদ দশার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অনিবার্যভাবে কৃষ্ণবিরহিনী রাধার অষ্টসাত্ত্বিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার মহাপ্রভুর পূর্বরাগ দশা অনেকটাই চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগদশার অনুরূপ হয়েছে।

এছাড়া নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের চরিত্রাঙ্কনে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নাগরভাব আরোপ করেছেন—

"বেলি অবসানে ননদিনী সনে
জল অনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কলসি ভাঙ্গিয়া এনু।।"[১০]

উপরোক্ত পদটিতে চৈতন্যদেব এক জনৈকা রমণীর নাগররূপে কল্পিত। মহাপ্রভুর এই অভিনব চরিত্রচিত্রণের পশ্চাৎপটে অনুপ্রেরণা ছিল পদকর্তার নাগরভাবের সাধনা। এই ভাবনা থেকেও পদকর্তা কিছু পদ রচনা করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কিত নরহরি সরকারের মহাপ্রভু-চরিত্র স্বতন্ত্র মহিমায় আসীন। এছাড়া তাঁর সৃষ্ট মহাপ্রভু প্রেমের বিবিধ স্তর যেমন অতিক্রম করেছেন, তেমনি চৈতন্যদেব কখনো রাধা; কখনো কৃষ্ণ, কখনো গোপীভাবে মণ্ডিত হয়েছেন।

পরবর্তী পদকর্তা মুরারী গুপ্ত মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ পরিকর ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের একইসঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সহপাঠী ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস শ্রীহট্টে হলেও পরবর্তীকালে তিনি নবদ্বীপে চলে আসেন। তিনি সুচিকিৎসকও ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনিও চৈতন্যদেবের চরিত্রে নাগরভাবের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন—

"সখি হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে।।"[১১]

উপরোক্ত পদটিতে গৌরাঙ্গকে 'নাগর' রূপে কল্পনা করে কোন এক নাগরী তাঁর সখীকে প্রেমের ক্ষেত্রে বঞ্চনার কথা আক্ষেপের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। কবি স্বয়ং ঐ নাগরীকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন যে কুলমান সর্বস্ব ত্যাগ করে গৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করলেই গৌরাঙ্গকে লাভ করা যাবে। তবে পদটি সম্পর্কে বিমান বিহারী মজুমদার বলেছেন—

> "গৌর নাগরী ভাবের ঈষৎ আভাষ এই পদের মধ্যে আছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে গৌরাঙ্গ প্রভু আকারে প্রকারে কোন রকমে নাগরীর প্রেমে উৎসাহ দিতেছেন না। পরবর্তীকালের নাগরী ভাবের পদে এই গণ্ডী রক্ষা পায় নাই।"[১২]

মুরারী গুপ্ত চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা অঙ্কিত করেছেন। কারণ তিনি খুব কাছ থেকে নিমাইয়ের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা প্রত্যক্ষ করেছেন। বাল্যলীলা-বিষয়ক পদগুলিতে শচীমাতা ও পুত্র নিমাইয়ের অপূর্ব বাৎসল্যপূর্ণ সম্পর্ক উদ্ঘাটিত—

"শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি।।"[১৩]

এছাড়া নিমাইয়ের হামাগুড়ি, ধীরে ধীরে চরণ ফেলা, ভূমিতে গড়াগড়ি, সমবেত শিশু সঙ্গে নিমাইয়ের নৃত্য সহযোগে ক্রীড়া-সব বর্ণনাই মুরারী গুপ্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। ফলে বালক নিমাইয়ের চরিত্র অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি এই ভাবনার পদগুলি গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক বা লৌকিক জীবন-কেন্দ্রিক। এদিক থেকে পদগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

অন্যদিকে মুরারী গুপ্ত চৈতন্যদেবের দিব্যভাব মূর্তিও অঙ্কন করেছেন—

"গদাধর অঙ্গে পঁহু অঙ্গ মিলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণগান বিভোর হইয়া।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে।।"[১৪]

এইভাবে মহাপ্রভু দিব্য ভাবে বিভোর হয়ে জ্ঞানশূণ্য হয়ে বিবিধ আচরণ করেছেন।

তাই বলা যায়, পদকর্তা মুরারী গুপ্তের অঙ্কিত চৈতন্যদেবের চরিত্রে লৌকিক জীবনের বাল্যাবস্থার চিত্র, অলৌকিক জীবনের দিব্য প্রেমের চিত্র, নাগরভাবের চিত্র- সবই প্রকটিত হয়ে চৈতন্যদেবের চরিত্র সার্থক হয়ে উঠেছে।

পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন চৈতন্যদেবের পরিকরমন্ডলীর মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতার নাম বল্লভ ঘোষ, অপর দুই ভাই হলেন মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ- যাঁরা ছিলেন অন্যতম বৈষ্ণব পদকর্তা। এঁদের বাসস্থান ছিল মুর্শিদাবাদ। কিন্তু মহাপ্রভুর অবতারত্বের কথা শ্রবণ করে গোবিন্দ ঘোষ নবদ্বীপে উপস্থিত হন ও মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৃপালাভ করেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে তিনি পুরীতে অবস্থান করেন। ইনি কীর্তনগান ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করে মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "গোবিন্দ ঘোষের সমস্ত পদ গৌরাঙ্গ বিষয়ক, ইহার সহজ সরল কবিত্ব যেমন প্রশংসার যোগ্য, তেমনি চৈতন্যজীবনের চাক্ষুষ কাহিনী হিসাবে ইহার মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।"[১৫]

আর বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন—

> "গোবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতা প্রভুর ভাব-প্রকাশের বেশ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ছিল।"[১৬]

গোবিন্দ ঘোষ তাঁর ভক্তসত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেই চৈতন্যদেবের রূপানুরাগের কয়েকটি পদ অঙ্কন করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত পদটি—

"গোরাচাঁদ কিবা তোমার বদন-মণ্ডল।
কনক কমল কিয়ে শারদ পূর্ণিমা শশি
নিশি দিশি করে ঝলমল।।"[১৭]

এখানে মহাপ্রভুর দেহসৌষ্ঠবের প্রতি পদকর্তার রূপানুরাগ বিদ্যমান। অপর একটি পদে ('শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে'[১৮]) চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভাবে ভাবিত দিব্যভাবের রূপ প্রতিফলিত। এখানে আবার তিনি রাধাভাবেও ভাবিত হয়ে ললিতা, বিশাখা, যমুনা, বংশীবট, গোবর্দ্ধন পর্বত - এসবের কথাও তিনি ভেবেছেন। স্পষ্টতই এখানে চৈতন্যদেবের ভাব বিহ্বল চরিত্র পরিস্ফুট। আরেকটি পদে ('প্রাণের মুকুন্দ হে তোমরা কি সুধাও আমায়'[১৯]) চৈতন্যদেবের এক অন্যতর রূপ প্রকাশিত- যেখানে তিনি নিজে অবগত করাচ্ছেন সন্ন্যাস গ্রহণের তথা অবতারত্বের রহস্য কারণ-

"দেখিয়া জীবের দুখ ছাড়িনু গোলোকসুখ
লভিলাম মনুষ্য জনম।"[২০]

এই রহস্য ব্যক্ত করার মাধ্যমেই চৈতন্যদেবের অবতারত্বের মহিমা উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পদকর্তার হস্তে চৈতন্যদেবের চরিত্রে অলৌকিকভাব মণ্ডিত হয়েছে। এরই সঙ্গে রূপানুরাগের উপাদান মিশ্রিত আছে।

গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষ চৈতন্যদেবের নাম শ্রবণ করেই আদি বাসস্থান মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভুর ভক্ত হন। পরবর্তীকালে ইনি চৈতন্যদেবের বাক্য মতো গৌড়ে অবস্থান করে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হলেন। এই প্রচারে তাঁর মাধ্যম ছিল কীর্তনগান গীত ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা। তাঁর রচিত একটি পদে চৈতন্যদেবের দিব্য উন্মাদদশা চিত্রিত, যেখানে চৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্যরত, তাঁর সর্বাঙ্গে নানা ভাববিকার লক্ষণ প্রকটিত—

"নাচে পঁহু কলধৌত গোরা।
অবিরত পূর্ণফল মুখ বিধুমন্ডল
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা।"[২১]

এখানে রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় বিদ্যমান।

পদকর্তা বাসুদেব ঘোষও অগ্রজ গোবিন্দ ঘোষের মতোই নিমাইয়ের নাম শ্রবণ করে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। ইনিও কীর্তন গায়ক ছিলেন। ইনিও মহাপ্রভুর নির্দেশ মতো গৌড়বঙ্গে মহাপ্রভু - প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হলেন। ইনি চৈতন্যদেবের চরিত্রাঙ্কনে মহাপ্রভুর লৌকিক জীবন ও ভাবজীবন - উভয়কেই অবলম্বন করেছেন। মহাপ্রভুর লৌকিক জীবনের বর্ণনার ক্ষেত্রে শিশু নিমাইয়ের সুন্দর চরিত্র চিত্রিত—

"একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা।।"[২২]

কিংবা, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়িগুড়ি।।"[২৩]

উপরোক্ত দ্বিতীয় পদটিতে পুত্রের প্রতি শচীমাতার আহ্লাদও প্রকাশিত—

"আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে।।"[২৪]

এছাড়া পদকর্তা বালক নিমাইয়ের ক্রীড়ার বিভিন্ন ধরণও উপস্থিত করেছেন। আবার নৃত্যরত বালক নিমাইয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন—

"কিয়ে হাম পেখলুঁ কনক পুতলিয়া।"[২৫]

কীর্তনাঙ্গনে মহাপ্রভুকে অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তগণ কর্তৃক অভিষিক্ত করার চিত্র প্রকাশিত ('তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী'[২৬]) যেখানে মহাপ্রভুর অনির্বচনীয় রূপ প্রকাশিত। মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাসব্রত নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন—

"ডোর কৌপিন পরি মস্তক মুণ্ডন করি
মায়া ছাড়ি হৈলা উদাসীন।"[২৭]

এখানে চৈতন্যদেব স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত। আরেকটি স্থানে বাসু ঘোষ স্বতন্ত্র চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন- যেখানে মহাপ্রভু শান্তিপুরে অবস্থানকালে স্বয়ং শোকবিধুরা শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন—

"শুনিয়া মায়ের বাণী"[২৮]

পদটিতে। এখানে মহাপ্রভু নানাবিধ আশ্বাসবাক্যের দ্বারা শচীমাতাকে শান্ত করেছেন, এমনকি তিনি নদীয়ার লোকজনকেও প্রবোধ দিয়েছেন।

বাসু ঘোষ চৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবন চিত্রণের ক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবে ভাবিত নানাবিধ ভাববিকার অঙ্কন করেছেন ('সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়'[২৯])। তিনি চৈতন্যদেবকে কখনো কৃষ্ণরূপে, কখনো রাধারূপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন স্তরের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক আকৃতিকে চিত্রিত করেছেন। এখানেই চৈতন্যদেব নবরূপে মণ্ডিত হয়েছেন। কখনো চৈতন্যদেব রাধারূপে পূর্বরাগ ('নিরমল গোরা তনু'[৩০]), কখনো বাসকসজ্জিকা ('আপন জানি বনায়লুঁ বেশ'[৩১]), কখনো উৎকণ্ঠিতা ('এহেন সুন্দর বেশ কেনে বনাইলুঁ'[৩২]), কখনো বিপ্রলব্ধা ('আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চবরে'[৩৩]), কখনো খণ্ডিতা ('নিশি পরভাতে বসি আঙ্গিনাতে বিরস বদনখানি'[৩৪]), কখনো মানিনী ('কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে'[৩৫]), কখনো কলহান্তরিতা ('মঝু মনে লাগল শেল'[৩৬]), কখনো রসোদগার পর্যায়ের নায়িকা ('কি কহিব রে সখি আজুকে ভাব'[৩৭]), কখনো ভাবী বিরহে বিরহিণী ('আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান'[৩৮]) — এই রূপে প্রেমের বিচিত্র স্তর নানারূপে অতিক্রম করেছেন। এইসব ভাবজীবনকেন্দ্রিক পদগুলিতে চৈতন্যদেবের বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র প্রকাশিত। এছাড়া বাসু ঘোষ রাধাকৃষ্ণ লীলার অনুরূপ স্নানলীলা ('বায়স কোকিল ঘুঘু দহিয়াল রব'[৩৯]), গোষ্ঠলীলা ('বৃন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনি'[৪০]), দানলীলা ('আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল'[৪১]), নৌকালীলা ('না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে'[৪২]), পাশা খেলার লীলা ('গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব হইল'[৪৩]), ঝুলনলীলা ('দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র'[৪৪]) প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র লীলা সৃষ্টির দ্বারা চৈতন্যদেবের বিবিধ লীলামুখী চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত বাসুদেব ঘোষ অঙ্কিত চৈতন্যদেবের চরিত্রে নাগরভাব অর্পিত ('আজুকে প্রেম কহনে নাহি যায়'[৪৫])। ফলে এখানে এক অন্যতর ভাবে মণ্ডিত পূর্ণ চৈতন্যদেবের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর চরিত্রাঙ্কনে স্বতন্ত্র চিন্তাচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

গোবিন্দ আচার্য মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে গরিষ্ঠ ছিলেন। এঁর সম্পর্কে বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—

> "কবি কর্ণপুরের মতে গোবিন্দ আচার্য ব্রজে পৌর্ণমাসী ছিলেন, পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপন মুনির মাতা।"[৪৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এঁর অঙ্কিত চৈতন্যদেব বেশিরভাগ পদেই ('দেখ দেখ নাগর'[৪৭]) নাগরভাবে মণ্ডিত। এইসব পদে চৈতন্যদেবের নিষ্ক্রিয়তাই লক্ষিত, সক্রিয় শুধু নাগরী রমণী। তবে তাঁর অঙ্কিত একটি পদে ('নাচিতে নাচিতে প্রভু'[৪৮]) মহাপ্রভুর দিব্য ভাবের বর্ণনা প্রকাশিত।

পরমানন্দ গুপ্ত চৈতন্যদেবের সমকালীন কবি ছিলেন। ইনি নবদ্বীপেই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত ও নিত্যানন্দ এঁর গুরু ছিলেন। ইনি নিমাইকে খুব কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত চৈতন্যদেবের চরিত্রে অবতারের মহিমা প্রকাশিত ('গোরা অবতারে যার'[৪৯])। অপর একটি পদে মহাপ্রভু কৃষ্ণরূপে সজ্জিত হয়ে গদাধরকে রাধারূপে কোলে নিয়েছেন—

"গোরা তনু ধূলায় লোটায়।"[৫০]

এখানে মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভাবে ভাবিত হয়ে সখীবৃন্দেরও সন্ধান নিয়েছেন।

বাসুদেব দত্তের সহোদর ও শ্রীচৈতন্যদেবের মিত্র ছিলেন মুকুন্দ দত্ত। ইনি বৈদ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত, কীর্তনগায়ক, মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে গরিষ্ঠ ও পুরীযাত্রাকালে মহাপ্রভুর সঙ্গী হয়েছিলেন। ইনি জন্মেছিলেন চট্টগ্রামে। এঁর রচিত একটি মাত্র শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বিষয়ক পদ পাওয়া গিয়েছে। কাজেই এঁর পদে চৈতন্যদেব অনুপস্থিত।

মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত। ইনি মহাপ্রভুর জন্মের বহু পূর্বে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। এঁর রচিত একটিমাত্র গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ('অপরূপ গোরা নটরাজ'[৫১]) পাওয়া গিয়েছে- যেখানে মহাপ্রভুর সক্রিয়তা অনুপস্থিত। শুধুমাত্র বিদ্যমান কবির জবানীতে গৌরাঙ্গের প্রেমভাবে ভাবিত অনির্বচনীয় রূপের বর্ণনা।

শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধা করতেন। ইনি কবি কর্ণপুর বা পরমানন্দ সেনের পিতা ছিলেন। শিবানন্দের জন্ম কাঁচরাপাড়ার কাছে কুমারহট্ট গ্রামে। তাঁকে মহাপ্রভু একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সেটি হল - প্রতি বছর গৌড়ের যাত্রীগণ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভের জন্য যেতেন, এঁদেরকে নীলাচলে নিয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে এঁদের পথের ব্যয়ভারও শিবানন্দই বহন করতেন। শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণরূপে অঙ্কন করে চৈতন্যদেবের দিব্য প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। ফলে চৈতন্যদেব অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যেমন একটি পদে ('হোলি খেলত গৌরকিশোর'[৫২]) চৈতন্যদেব কৃষ্ণরূপে হোলি খেলছেন রাধারূপী গদাধরের সঙ্গে। এখানেই চৈতন্যদেবের চরিত্র অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী।

রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর একজন বিশিষ্ট সহচর তথা বিশিষ্ট কবি। তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রাম। ইনি মালাধর বসুর বংশধর ছিলেন ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত চৈতন্যদেব রাধাভাবে ভাবিত—

"স্বরূপের কান্ধে পঁহু ভুজ যুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর।"[৫৩]

এইভাবেই রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের অলৌকিক দিব্যভাবসমন্বিত চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান নবদ্বীপের কাছে কুলিয়াপাহাড় নামক গ্রামে। ইনি চৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি ও প্রিয় ভক্ত তথা প্রতিবেশী ছিলেন। এঁর রচিত গোষ্ঠলীলার অন্তর্গত একটি পদে ('শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদবয়ানে'[৫৪]) চৈতন্যদেব কৃষ্ণের মতো গোচারণ গমনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি কৃষ্ণের মতো নটবর বেশও ধারণ করেছেন। এখানে চৈতন্যদেব অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন — যা পদকর্তার কৃতিত্বের পরিচয়বাহী।

পরিশেষে বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের মহৎ আবির্ভাবের ফলে গৌরাঙ্গলীলা সংযোজিত হয়েছিল। ফলে চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রাধাকৃষ্ণলীলা ছাড়াও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ও বিবিধ চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এক সমৃদ্ধশালী সাহিত্য সম্পদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আমরা সকলেই জানি, চৈতন্যদেব নিজে কখনো কোন বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করেননি। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব, তাঁর জীবনদর্শন, ধর্মবোধ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সর্বোপরি তিনি মানবাতাবাদের পূজারী- এসব-ই এক সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, একজন অবতারের বিশেষ চরিত্র মাহাত্ম্য ও স্বভাব মাহাত্ম্য। এগুলি-ই এক যুগ বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দী এক গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তনের সময়কাল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই এই পরিবর্তন উদ্বোধিত হয়েছিল, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। এদিক থেকে বলা যায়, এসময়ের বিভিন্ন পদকর্তাদের পদে যেরূপে চৈতন্যদেবের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অঙ্কিত হয়েছেন, সেদিক থেকে পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এখানেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নব যুগের (চৈতন্য-রেনেসাঁস) দ্বার উদ্ঘাটিত হল।

Reference:

১. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান,* প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ৪৭
২. গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ,* প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৩৭
৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৬১, পদসংখ্যা-২৪ নং, পৃ-১৫৫
৪. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ, ১৩৬৮, পদসংখ্যা-৩৫ নং, পৃ. ৫৫
৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-১৪ নং, পৃ. ১৫৩
৬. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* পদসংখ্যা-৪৬ নং, পৃ. ৬৫
৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-১৬ নং, পৃ. ১৫৪
৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-২৮ নং, পৃ. ১৫৬
৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-২৭ নং, পৃ. ১৫৬
১০. *তদেব,* পদসংখ্যা-৭ নং, পৃ. ১৫২
১১. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯ নং, পৃ. ১৪৯
১২. মজুমদার, ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৮, পৃ. ১৪
১৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ১৪৭
১৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৩ নং, পৃ. ১৪৭
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী লিঃ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৬৬০
১৬. মজুমদার, ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* পৃ. ১৬
১৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-২ নং, পৃ. ১৫৭
১৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯ নং, পৃ. ১৫৯
১৯. *তদেব,* পদসংখ্যা ৬ নং, পৃ. ১৫৮
২০. *তদেব,* পদসংখ্যা ৬ নং, পৃ. ১৫৮
২১. *তদেব,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ১৫৯
২২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ১৬২
২৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫ নং, পৃ. ১৬২
২৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫ নং, পৃ. ১৬২
২৫. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯ নং, পৃ. ১৬৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৬. *তদেব,* পদসংখ্যা-২০ নং, পৃ. ১৬৫
২৭. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯৫ নং, পৃ. ১৭৯
২৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-১০১ নং, পৃ. ১৮১
২৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-১১৩ নং, পৃ. ১৮৩
৩০. *তদেব,* পদসংখ্যা-২১ নং, পৃ. ১৬৫
৩১. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪২ নং, পৃ. ১৬৯
৩২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৫ নং, পৃ. ১৭০
৩৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৬ নং, পৃ. ১৭০
৩৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৭ নং, পৃ. ১৭০
৩৫. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৯ নং, পৃ. ১৭১
৩৬. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫১ নং, পৃ. ১৭১
৩৭. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫৭ নং, পৃ. ১৭২
৩৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-৭৮ নং, পৃ. ১৭৬
৩৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫৬ নং, পৃ. ১৭২
৪০. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৩ নং, পৃ. ১৭৩
৪১. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৫ নং, পৃ. ১৭৩
৪২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৮ নং, পৃ. ১৭৪
৪৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৭ নং, পৃ. ১৭৪
৪৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৭০ নং, পৃ. ১৭৪
৪৫. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬১ নং, পৃ. ১৭৩
৪৬. মজুমদার ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* পৃ. ২৪
৪৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ৩০২
৪৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-১১ নং, পৃ. ৩০৩
৪৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-২ নং, পৃ. ২৭৮
৫০. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ২৭৮
৫১. *তদেব,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ১০৮০
৫২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ২৪৪
৫৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৩ নং, পৃ. ১৯৮
৫৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ২৭১

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৬১
মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ, ১৩৬৮

সহায়ক গ্রন্থ :

গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ,* প্রথম সংস্করণ রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৮
গিরি সত্য, *বৈষ্ণব পদাবলী,* দ্বিতীয় সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, মাঘ, ১৪০১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬
মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*, প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ, ১৩৬৮
মজুমদার, ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রথম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬২
মাইতি, রবীন্দ্রনাথ, *চৈতন্য পরিকর,* প্রথম প্রকাশ, বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২